তারিখ ... 20-MAY 2005 —
পৃষ্ঠা — ১ — কলাম — ৫ —

দৈনিক
জনকণ্ঠ

রাজধানীর স্কুল কলেজের উন্নয়ন কাজে স্থবিরতা

তহবিলের অর্থও গায়েব!

মোশতাক আহমেদ ॥ ম্যানেজিং কমিটির দৌরাত্ম্যে রাজধানীর স্কুল-কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচীর নামে ম্যানেজিং কমিটির নেতারা নিজেদের মধ্যে কোটি কোটি টাকার ভাগবাটোয়ারায় নিয়ে ব্যস্ত। স্কুল ফান্ডের টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে। অসৎ নেতাদের কারণে শিক্ষার মানোন্নয়ন না হয়ে বরং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিষয়টি ছাত্র-অভিভাবকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও দেখার কেউ নেই। স্বয়ং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ বলেছেন, বর্তমানে বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির নেতাই স্কুলের জন্য স্বপ্ন দেখেন না, দেখেন নিজের স্বপ্ন। যে কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে, যাঁরা স্কুলের কথা ভাবেন না তাঁদের ম্যানেজিং কমিটিতে রাখা ঠিক নয়।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশের প্রাথমিক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় এক নৈরাজ্যকর পরিবেশ। সারা দেশের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শুরু হয় প্রশাসনিক পরিবর্তন। একই

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর স্কুল কলেজের

(প্রথম পাতার পর)

প্রক্রিয়ায় ম্যানেজিং কমিটিতে বর্তমান সরকারের আজ্ঞাবহ লোকদের বসানো হয়। তখন থেকেই মূলত এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রম এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকারের সাড়ে তিন বছরেই রাজনীতি আর আধিপত্যের গ্যাঁড়াকলে বন্দী হয়ে পড়ে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে নানা কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ রূপনগর শাখায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েও ম্যানেজিং কমিটির অসহযোগিতার কারণে স্থগিত হয়ে পড়ে। শোনা যায়, এই টাকা নাকি এখন ব্যাংকে রাখা হয়েছে। তাও আবার আগে যে ব্যাংকে টাকা থাকত সেখানেও নেই। এ নিয়ে সন্দেহও বাড়ছে। এখানে ম্যানেজিং কমিটির শীর্ষ নেতার অঙ্গুলিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সফদার আলীকে বিদায় নিতে হয়েছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, স্কুল ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের জন্যই সফদার আলীকে বিদায় করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সফদার আলী জনকণ্ঠকে ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, একটি স্কুলকে কিভাবে ধ্বংস করা হয় মনিপুর স্কুল তার প্রমাণ। তিনি জানান, তাঁর সময়ে নানা উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিলেও ম্যানেজিং কমিটির কারণে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, দেশে সরকার আছে, শিক্ষা বিভাগ আছে, যেখানে দু'জন মন্ত্রী আছেন, শিক্ষা ভবন আছে তারা কি এসব দেখে না।

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো তেজগাঁও কলেজ, উদয়ন স্কুল, বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এ্যান্ড কলেজ, দনিয়া কলেজ, মহাখালীস্থ টিএ্যান্ডটি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলসহ রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও একই। এসব প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন কর্মসূচীর নামে কোটি কোটি টাকা মেরে দেয়ার ঘটনা ঘটছে। ভিকারুননিসা কলেজও বাদ নেই এই প্রক্রিয়া থেকে। ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় বানানোর জন্য স্কুল ফান্ড থেকে বড় অঙ্কের টাকা নিয়েও হয়েছে বিশেষ লুটপাট।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে নির্মাণ কাজের টেন্ডারের অনিয়মে বাধা দেয়ায় খুন হতে হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবেরা বেগম ও তাঁর মেয়ে শারমিন শম্পাকে। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে আগের কমিটির দ্বন্দ্বই নাকি এই খুনের মূল কারণ। গোয়েন্দারাও এই খুনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির কোন্দলকেই দায়ী করেছে।

মহাখালী টিএ্যান্ডটি আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনা নিয়ে সেখানে এখন এক বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এখানে উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়েও হয়েছে নানা ঘটনা। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে অবৈধভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ সালমা রহমানকে। এখানে চলছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা।

এসব বিষয়ে প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষায় কোন প্রকার দলীয়করণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান সরকার শিক্ষায় দলীয়করণের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এর পরিণাম শুভ হবে না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন উন্নয়ন হয়নি। বরং ফান্ডের টাকা মেরে দেয়ার জন্যই ব্যস্ত একটি চক্র। এসবের ফলে শিক্ষার উন্নয়নে কেউ এগিয়ে আসবে না।